



336588 - জ্যোতষী ও জোরতবিদিদরে বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়ার হুকুম

প্রশ্ন

২০২০ সালে কী ঘটবে সে সম্পর্কে কোন এক ভডিও ক্লিপের উপর এক জ্যোতষীনির মন্তব্য যদি পড়ি যাত করে আমি জানতে পারি সে মহলা কিসত্য বলছেন; নাকি মিথ্যা— সক্ষেত্রে আমার ৪০ দিনের নামায কিকবুল হবে না?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

গণকদেরকে জিজ্ঞেসে করা নাজায়যে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে তার কাছে কোন কিছু ব্যাপারে জানতে চাইবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না।” [সহি মুসলিমি (২২৩০)] এটি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি গণককে বিশ্বাস না করে তাকে জিজ্ঞেসে করেছে। আর বিশ্বাস করলে বিষয়টি আরও বেশি গুরুতর। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করল কিংবা নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করল, কিংবা কোন জ্যোতষীর কাছে গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করল; সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্ যা নাযলি করছেন সটোকো অবশ্বাস (কুফর) করল।” জ্যোতষী ও গণকদের কথা পড়া হারাম। এটি তাদের কাছে কিছু জানতে চাওয়ার কাছাকাছি। যদি আপনি ইচ্ছা করে পড়ে থাকেন তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করুন ও ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করুন। এ ধরণের কাজ পুনরায় কখনও করবেন না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

গণকদেরকে বিশ্বাস না করলেও তাদেরকে জিজ্ঞেসে করা নাজায়যে

গণকদের কাছে কিছু জানতে চাওয়া নাজায়যে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে তাকে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করল তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না।” [সহি মুসলিমি (২২৩০)]

এটি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি গণককে বিশ্বাস না করে তাকে জিজ্ঞেসে করেছে। আর বিশ্বাস করলে বিষয়টি আরও বেশি গুরুতর। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করল কিংবা নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করল, কিংবা কোন জ্যোতষীর কাছে গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করল; সে মুহাম্মদ



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্ যা নাযলি করছেন সেটাকে অবশ্বাস করল। [মুসনাদে আহমাদ (৯৮৮৯), সুনানে আবু দাউদ (৩৯০৪), সুনানে তরিমযি (১৩৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (৯৩৬), আলবানী 'সহি ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

জ্যোতিষী ও গণকদের কথা পড়া হারাম

জ্যোতিষী ও গণকদের কথা পড়া হারাম। এটি তাদের কাছে কিছু জানতে চাওয়ার কাছাকাছি।

'কাশশাফুল ক্বনি' গ্রন্থে (১/৪৩৪) বলেন: “দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ আছে যে, আহলে কতিবদের গ্রন্থ পড়া নাজায়যে (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করছেন)। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উমর (রাঃ) এর সাথে তাওরাতের একটা কপি দেখতে পেলেন তিনি রগে গিয়ে বললেন: ওহে খাত্তাবের ছলে! আপনি কি কোন সন্দেহে আছেন?[আল-হাদিস] বদীতীদের গ্রন্থগুলো পড়াও নাজায়যে এবং যে সব গ্রন্থগুলোতে হক্ব ও বাতলি মশিরতি রয়েছে সেগুলো পড়াও নাজায়যে এবং এ সব গ্রন্থগুলো থেকে বর্ণনা করাও নাজায়যে। যহেতু এতে আকদি নষ্টের ক্বর্তি বদ্বিমান।”[সমাপ্ত]

একই গ্রন্থে (৩/৩৪) নষিদিধ জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরও বলেন: “নষিদিধ জ্ঞান; যমেন- কালাম শাস্ত্র..., দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষীবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, বালতিে রখোঙ্কন বিদ্যা এবং যবপড়া ও কড়পিড়া বিদ্যা... এবং হারাম জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে: যাদু ও অনারবী ভাষায় অবোধগম্য মন্ত্র; অচরিইে রদিদা অধ্যায়ে এ সম্পর্কতি আলোচনা আসবে।

অনুরূপভাবে হারাম বিদ্যার মধ্যে রয়েছে- জুম্মাল হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যক্তির নিজের নাম ও তার মায়ের নামের সংখ্যাগত মান বের করা এবং রাশি ও গ্রহ নির্ধারণ করা। এর উপর ভিত্তি করে দারদির, ধনাঢ্য কবিা অন্যান্য জ্যোতিষবিদিকি নির্দেশনা অধঃ জগতের উপর প্রদান করা।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১/২০৩) এসছে:

“পত্রিকা ও ম্যাগাজনি প্রকাশতি ভাগ্য রাশতিে বশ্বাস করার ব্যাপারে শরয়িতরে হুকুম কী? জবাব: সুভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে গ্রহ ও রাশরি সাথে সম্পৃক্ত করা এটি প্রাচীন পৌত্তলকি, সাবয়ী দারশনকি প্রমুখ শরিক ও কুফরবাদী গোষ্ঠীগুলোর শরিক। এই জ্ঞানের দাবী করা বাহ্যতঃ অদৃশ্যের জ্ঞান দাবী করা। যা আল্লাহর সাথে তাঁর নির্দশে নিয়ে টানাটানি। এটি জঘন্য শরিক। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে এটি মিথ্যা, প্রতারণা, মানুষের বিবেকবুদ্ধির সাথে ধোঁকাবাজি, অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ ভক্ষণ এবং মানুষের আকদি-বশ্বাসে নষ্টামি ও সন্দেহে ঢুকানো।



তাই রাশফিল প্রকাশ করা, পড়া ও মানুষের মাঝে প্রচার করা হারাম। এসব কথায় বিশ্বাস করা নাজায়যে। বরং এটি কুফররে একটি শাখা এবং তাওহীদকে প্রশ্নবদ্ধিকরণ। ওয়াজবি হচ্ছে— এর থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা, এটি বর্জন করার ব্যাপারে একে অপরকে উপদেশে দয়ো এবং আল্লাহর উপর নরিভর করা ও প্রতিটি ক্ষত্রে তঁর উপর ভরসা রাখা।

বাকর বনি আবু যায়দে, আব্দুল আযযি আলুশ শাইখ, সালহে আল-ফাওয়ান, আব্দুল্লাহ্ বনি গুদইয়ান, আব্দুল আযযি বনি বায।”[সমাপ্ত]

আপনি যদি ইচ্ছা করে পড়ে থাকেন তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করুন ও ইস্তগিফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করুন। এ ধরণে কাজ পুনরায় কখনও করবেন না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।